ইতিহাস এষণা

৫

সম্পাদনা

সৌমিত্র শ্রীমানী

Itihas Eshana
5

ইতিহাস ও ইতিহাস আশ্রিত বিষয় নির্ভর ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক
আলোচনাচক্রে পঠিত গবেষণাধর্মী আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলামূলক
বিশেষজ্ঞ শংসায়িত নির্বাচিত প্রবন্ধাবলী

A collection of peer-reviewed selected interdisciplinary research papers presented at the International Conferance of Bangiya Itihas Samiti Kolkata held at Ramakrishna Mission Vidyamandira, Belur on 25th and 26th March 2023

ISBN : 978-81-970482-0-3

প্রথম প্রকাশ
১৫ মার্চ, ২০২৪

কপিরাইট
বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি, কলকাতা

প্রকাশক
শ্যামল ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতির কলকাতা-র পক্ষে
অরুণা প্রকাশন
২নং কালিদাস সিংহ লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত

সম্পাদনা ও পরিমার্জন
কৌশিক সাহা ও প্রসেনজিৎ মুখোপাধ্যায়
বর্ণসংস্থাপন
বিকাশ চৌধুরী
উত্তর বাদড়া, নেতাজী লেন, কলকাতা-৭৯
মোবাইল ঃ ৮০১৩৮০৬০৯০

মুদ্রণ
এস. পি. কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মূল্য ৯০০.০০ টাকা

সূচিপত্র

১. অন্ত্যেষ্টি, মৃতদেহ সংরক্ষণ ও সমাধি ঃ শতপথ ব্রাহ্মণের একটি পুনরাবলোকন ৭
ঋতুপর্ণ চট্টোপাধ্যায়

২. প্রহেলিকাময় সংলাপ ও দ্বন্দ্ব ঃ ঋগ্বৈদিক সরমা-পণী সূক্তের সমালোচনামূলক মল্যায়ন ১৭
নিলেশ মাজী

৩. জীবক ঃ ভিন্ন ব্যক্তি অভিন্ন নাম ২৬
প্রিয়াঙ্কা তালুকদার

৪. পঞ্চতন্ত্র ঃ নগর এবং অরণ্য জীবনের তুলনামূলক সমীক্ষা ৩৬
ঐশী সিনহা

৫. গুপ্ত শাসক তৃতীয় চন্দ্রগুপ্ত এবং তাঁর মুদ্রাব্যবস্থা ঃ একটি মুদ্রাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ৪২
সৌম্যদীপ মিত্র

৬. সমাজ-সংস্থানের বস্তুভিত্তি রূপে কৃষি ঃ ইতিহাসের মূল্যায়নে প্রতিহার অভিলেখ ৫৩
দেবজ্যোতি জোদ্দার

৭. আদি-মধ্যযুগীয় বাংলার আর্থ-সামাজিক বাতাকরণ : সন্ধ্যাকর নন্দীর
'রামচরিতম্'-এর প্রেক্ষিতে - একটি বিশ্লেষণ ৬২
সৌরভ দাস

৮. ইতিহাসের আলোকে শিয়া ও আহমদীয়াদের প্রতি সমসাময়িক বাংলার সুন্নী
উলেমা শ্রেণির ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রতিক্রিয়া ৭১
আমিনুদ্দিন সেখ

৯. সীয়র-উল-মুতাক্ষরীণ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে ৮০
আনন্দ ভট্টাচার্য

১০. আঁদ্রে শেভ্রিয়েঁর 'ভারতবর্ষে' : ঔপনিবেশিক কালপর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ
ঠাকুর কর্তৃক বঙ্গানুবাদের প্রাসঙ্গিকতা ৯২
বলরাম দাস

১১. ঔপনিবেশিক যুগে জনস্বাস্থ্য : প্রসঙ্গ ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে দিনাজপুর ১০২
মধুমিতা মণ্ডল বেরা

১২. উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সংবাদপত্রে কলকাতা সাইক্লোন ও সাইক্লোন রিলিফ ফাণ্ড ১১০
উজ্জ্বল বিশ্বাস

১৩. উনিশ শতকের নবজাগরণের আলোকতীর্থের ভদ্রমহিলাদের মননে, লিখনে,
যাপনে, কথনে, পতিতাবৃত্তি ১১৭
ঊষা গঁড়াই

১৪. ঔপনিবেশিক 'অবিচার' বনাম ন্যায়বিচারের 'নেটিভ' ধারণা : এক অবৈধ প্রণয়
সম্পর্কের পুনর্মূল্যায়ন ১২৭
সৌমেন মণ্ডল

১৫. ঔপনিবেশিক বাঁকুড়ায় শিক্ষার উন্নতিতে মিশনারিদের ভূমিকা : ১৮৪০-১৯৩০ ১৩৭
জয়শ্রী মহান্তী

১৬. অবলা বসু : নারীর 'মননশীল সত্তা'র প্রয়াস ও বিবর্তন ১৪৪
অদিতি ঘোষাল
১৭. একতারার বিরুদ্ধে ক্ষোভ : প্রসঙ্গ বাউল-ফকির বিরোধী আন্দোলন ১৫২
চুমকি ঘোষ
১৮. উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক ভারতে ঠগীর উপস্থাপন : একটি কাল্পনিক অপরাধিত্ব নির্মাণের রূপরেখা ১৬৪
তপোবন ভট্টাচার্য্য
১৯. অলঙ্কার ও বঙ্গনারী : স্মৃতিভাষ্যে সমাজবীক্ষণ ১৮৪৯-১৯৪৭ ১৭৩
সঞ্চলিতা ভট্টাচার্য
২০. ভারতীয় ঐতিহ্যবাদী আয়ুর্বেদ চিকিৎসা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণে মহামহোপাধ্যাপক কবিরাজ রামচন্দ্র মল্লিকের অবদান (১৮৯১-১৯৭২) ১৮৪
বিপ্লব রায়
২১. উত্তরবঙ্গে মুদ্রণযন্ত্র স্থাপনের ইতিকথা : ১৮৭০-১৯৪৭ ১৯৩
সুমনা দাস ও ফুলচান বর্মণ
২২. বিশ শতকের প্রথম পর্বে 'ভদ্র' বাঙালির জীবিকা-সঙ্কট ও রাজশেখর বসুর ভাবনা ২০২
অরিঞ্জয় বিশ্বাস
২৩. সাবেক বনাম আধুনিকের দ্বন্দ্ব : প্রসঙ্গ ১৯৩০ সালের গাড়োয়ান ধর্মঘট ২১২
অভিজিৎ সাহা
২৪. ঔপনিবেশিক পর্বে উত্তরবঙ্গের নদীকেন্দ্রিক কাঠ-ব্যবসার ইতিহাস ২২১
সুশান্ত মিত্র
২৫. ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশে ভারতীয় হকির ভূমিকা (১৯২৮-১৯৫৬) ২৩৪
সুমন ঘোষ
২৬. বিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে পৌণ্ড্রদের অংশগ্রহণ : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা ২৪৩
দিপালী মণ্ডল
২৭. আয়ুর্বেদ পঠন-পাঠনের প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ : প্রসঙ্গ বিশ শতকের বাংলা ২৫৩
শুভঙ্কর কুণ্ডু
২৮. নগর ইতিহাসচর্চার পরিপ্রেক্ষিতে ঔপনিবেশিক আমলে নবদ্বীপ ২৬২
সুজন মোদক
২৯. ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে অন্ত্যজ শ্রেণী : সত্তানির্মাণের এক উপেক্ষিত অধ্যায় ২৭০
মিলন রায়
৩০. মেদিনীপুরের জাতীয়তাবাদী অহিংস অসহাযোগ আন্দোলন : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ২৭৯
দেবাশীষ পাল
৩১. রাণী গাইদিনলিউ এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশে সাংস্কৃতিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ২৮৮
স্বাধীন ঝা

৩২. পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলমান সমাজ : ১৯৪৭-২০১১ ২৯৭
মৃত্যুঞ্জয় পাল
৩৩. ভারতে নারী আন্দোলনের খণ্ডচিত্র : প্রতিরোধ, সংস্কার এবং উত্তরাধিকার (১৯৪৭-২০১১) ৩০৭
শ্রেয়া রায়
৩৪. সমরেশ বসু : আত্মজৈবনিক সাহিত্য ও চটশিল্প ৩১৯
শত্রুঘ্ন কাহার
৩৫. রাষ্ট্রব্যবস্থা ও স্বেচ্ছাসেবক গোষ্ঠীর আন্তঃসম্পর্কের বিন্যাস : জেহেনাবাদ ঘটনার অভিজ্ঞতার আলোকে পুনর্বিবেচনা ৩২৮
দেবারতি তরফদার
৩৬. সাময়িক পত্রের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের মানব পাচার: ২০০১ – ২০২২ ৩৩৯
সায়ন চৌধুরী
৩৭. পেশাগত রোগ ও শ্রমিকের স্বাস্থ্য : চিন্তা-ভাবনা ও আন্দোলন একটি প্রাথমিক পর্যালোচনা ৩৪৭
প্রসেনজিৎ মুখোপাধ্যায়
৩৮. ষাটের দশকে নদিয়ায় খাদ্য আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ এবং তাতে উদ্বাস্তু সংযোগ ৩৫৪
সুদীপ্ত সাধুখাঁ
৩৯. বিবিধ পরিচিতিতে জিয়াউদ্দিন বরণী ৩৫৯
সোপান ভড়
৪০. হুমায়ূন আহমেদের শ্যামল ছায়া চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ৩৪৭
মোঃ মোরশেদুল আলম

সমরেশ বসু : আত্মজৈবনিক সাহিত্য ও চটশিল্প

শত্রুঘ্ন কাহার*

সারসংক্ষেপ : বাংলা সাহিত্যে চটকল শ্রমিকদের জীবন চিত্র ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে সমরেশ বসু চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। শুধুমাত্র চরিত্র চিত্রণ নয় এক সম্পূর্ণ শ্রমিক দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর রচনা সম্ভারে। বস্তুত সমরেশ বসুর রচনার বিষয়বস্তু ও পরিধি ছিল বৈচিত্রময়। কিন্তু চটকলকে কেন্দ্র করে রচিত তাঁর উপন্যাস ও ছোট গল্প ছিল বস্তুত তাঁর আত্মজীবনের এক জীবন্ত চিত্র। বস্তুত চটকল বস্তি অঞ্চলে দীর্ঘদিন জীবনযাপন, শ্রমজীবীদের জীবনের সাথে ওতপ্রোত সম্পর্ক, কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সংযোগের সূত্রে চটকল শ্রমিকদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন করার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তথা শ্রমিকদের জীবনযুদ্ধের বাস্তব অভিজ্ঞতার চাক্ষুষ বিবরণই তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর লিখিত উত্তরণ, জগদ্দল, বি.টি. রোডের ধারে, যুগ যুগ জীয়ে, ছিন্নবাধা, পদক্ষেপ, মানুষ প্রভৃতি উপন্যাসকে তাঁর আত্মজৈবনিকমূলক সাহিত্য বললেও চলে।

সূচকশব্দ : সাহিত্য, চটকল, শ্রমিক, আত্মজৈবনিক, ট্রেড ইউনিয়ন।

ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলায় চটশিল্পকে কেন্দ্র করে এক ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ভিন্নপ্রদেশ থেকে দলে দলে ভিন্ন জাতধর্ম, ভিন্ন ভাষার মানুষ বাংলায় এসে জড়ো হতে থাকে।[১] এরা ছিল প্রায় নিরক্ষর। ফলে এদের নিজস্ব সাহিত্য ছিল না বললেই চলে। আবার হিন্দী সাহিত্যেও এরা ছিল ব্রাত্য। অন্যদিকে বাংলা সাহিত্যেও প্রায় ৫০ এর দশক পর্যন্ত এই বহিরাগত শ্রমজীবীদের সামগ্রিক জীবন তেমন প্রতিফলিত হয়নি।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে চটকল শ্রমজীবীদের বাংলার রাজ্য রাজনীতিতে উপস্থিতি ক্রমশ জোরাল হতে থাকে। শ্রমজীবীদের আন্দোলন ক্রমশ স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল ধারার সাথে যুক্ত হতে শুরু করে। ১৯২০ সালে গড়ে ওঠে অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস। ১৯২২ সালের শেষের দিকে গৌরীপুর চটকল ধর্মঘটের পর বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয় যার প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে ভাটপাড়া ও তৎসংলগ্ন আঞ্চল।[২] এরপর চটশিল্পে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। ১৯২০ এর দশক থেকে স্বাধীনতা লাভ তথা পরবর্তী কালে রাজ্যরাজনীতির পট পরিবর্তনে চটকল শ্রমিক আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চটশিল্পের শ্রমিক আন্দোলনের সফলতাব্যর্থতা ইতিহাসে ঠাঁই পেলেও, সাহিত্যে তা তেমন প্রতিফলিত হয়নি। যদিও ১৯৩১ সালে শ্রী নীহারকুমার পালচৌধুরী 'চটকল' নামক একটি নাটক রচনা করেন, যেখানে চটকলে শ্রমিক মালিকের দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে ধর্মঘটের এক চিত্র তুলে ধরা হয়। ধর্মঘট আন্দোলনের বিভিন্ন দিক প্রতিফলিত হলেও, উক্ত নাটকে শ্রমজীবীদের সামগ্রিক জীবন যুদ্ধ তেমন স্থান পায় নি।[৩]

১৯৪০ এর দশক বিভিন্ন দিক থেকে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই সময় পর্বে বাংলার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের প্রভাব যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি

* সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ডেবরা থানা শহীদ ক্ষুদিরাম স্মৃতি মহাবিদ্যালয়।

শিল্প, সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও এই কমিউনিস্টদের পৃথক ঘরনার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়, যেখানে কৃষক শ্রমিক, খেটে খাওয়া মানুষদের জীবন জীবিকা প্রাধান্য পায়। এরই ফলস্বরূপ ১৯৩৬ সালে গড়ে ওঠে অল ইন্ডিয়া প্রোগ্রেসিভ রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন।[৪] বস্তুত চল্লিশের দশকের সমাজজীবনের সর্বাঙ্গীণ আলোড়ন ও জাগ্রত সাহিত্যিক চেতনার ঐতিহ্যকে সমরেশ বসু উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন।

বাংলা সাহিত্যে চটকল শ্রমিকদের জীবন চিত্র ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে সমরেশ বসু চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। শুধুমাত্র চরিত্র চিত্রণ নয়, এক সম্পূর্ণ শ্রমিক দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর রচনা সম্ভারে। বস্তুত সমরেশ বসুর রচনার বিষয়বস্তু ও পরিধি ছিল বৈচিত্রময়। কিন্তু চটকলকে কেন্দ্র করে রচিত তাঁর উপন্যাস ও ছোট গল্প ছিল বস্তুত তাঁর আত্মজীবনের এক জীবন্ত চিত্র। বস্তুত চটকল বস্তি অঞ্চলে দীর্ঘদিন জীবনযাপন, শ্রমজীবীদের জীবনের সাথে ওতপ্রোত সম্পর্ক, কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সংযোগের সূত্রে চটকল শ্রমিকদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন করার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তথা শ্রমিকদের জীবনযুদ্ধের বাস্তব অভিজ্ঞতার চাক্ষুষ বিবরণই তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করেছে। ১৯৩০ এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ১৯৬০-এর দশক পর্যন্ত তিনি মোটামুটি ভাবে নৈহাটি অঞ্চলে স্থায়ী বসবাস করতেন, এই সময়কালের অভিজ্ঞতাই তাঁর চটকলকেন্দ্রিক সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। তাঁর লিখিত উত্তরণ, জগদ্দল, বি.টি. রোডের ধারে, যুগ যুগ জীয়ে, ছিন্নবাধা, পদক্ষেপ, মানুষ প্রভৃতি উপন্যাসকে তাঁর আত্মজৈবনিকমূলক সাহিত্য বললেও চলে। আত্মজৈবনিক সাহিত্য বলতে বোঝায়, লেখক বা কথক তাঁর জীবন বা সমকাল সম্পর্কে অভিজ্ঞতার কথা কখন উত্তম পুরুষ বা কোন কল্পিত নামে গল্প বা রূপক কথনের মাধ্যমে আমাদের সামনে তুলে ধরেন। এই উপন্যাসগুলির ছত্রে ছত্রে লুকিয়ে রয়েছে তাঁর ব্যক্তি অভিজ্ঞতার আখ্যান এবং যা বোঝার জন্য তাঁর ব্যক্তি জীবনের ইতিহাস ফিরে দেখা জরুরি।

রবীন্দ্রপরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হলেন সমরেশ বসু। প্রথাগত বিদ্যা তাঁর ছিল না। প্রারম্ভিক জীবনে দারিদ্রতা ছিল তাঁর সঙ্গী। কিন্তু দারিদ্রতাও তাঁর সাহিত্য প্রতিভার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। অবিভক্ত বাংলাদেশের রাজনগরে এক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। পিতা মোহিনীমোহন বসু তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'সুরথনাথ'। পরে তা সমরেশ বসুতে পরিণত হয়। ছোটবেলা থেকে সমরেশ বসু ছিলেন বন্ধনহীন, চঞ্চল। পড়াশুনার প্রতি তাঁর তেমন কোন আগ্রহ ছিল না। লেখাপড়া শিকেয় তুলে বাইরের প্রকৃতির টানে সে ঢাকার বিস্তীর্ণ শহরতলীর আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করতেন। যখন তাঁর বয়স মাত্র বারো বছর তখন তিনি প্রথম প্রেমে পড়েন। ছেলের এই অকালপক্কতার কথা জানতে পেরে পিতা মোহিনীমোহন তাঁকে বড়দাদা মন্মথনাথের কাছে নৈহাটিতে পাঠিয়ে দেন। দাদা সেখানে তাঁকে স্কুলে ভর্তি করে দিলেও সমরেশের আচরণের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটে নি। পড়ালেখায় বিন্দুমাত্র আগ্রহ না থাকায় পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন। ফলস্বরূপ দাদা মন্মথনাথ তাকে আবার ঢাকায় ফেরত পাঠান। সমরেশের ওপর বীতশ্রদ্ধ তাঁর পিতা তাঁকে 'ঢাকেশ্বরী কটন মিলে' কাজে লাগিয়ে দেন।

কিন্তু কাজের এই শেকল তাঁর চঞ্চল অবাধ মনকে বেঁধে রাখতে পারেনি। তাই সে আবার ফিরে গেলেন দাদার কাছে নৈহাটিতে। এখানে আসার কিছুদিন পরেই সমরেশ আক্রান্ত হলেন ম্যালেরিয়া ও জন্ডিস রোগে। কিন্তু দাদা ছিলেন তাঁর চিকিৎসার ব্যাপারে পুরোপুরি উদাসীন। এইরূপ অবস্থায়

বন্ধু দেবশঙ্করের স্ত্রী বিচ্ছিন্না দিদি গৌরির সেবায় তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং এই সূত্র ধরেই একে অপরের প্রেমে পড়ে যান। গৌরিদেবী ছিলেন সমরেশের থেকে চার বছরের বড় ও ব্রাহ্মণ কন্যা। তা সত্ত্বেও সমাজের সমস্ত বাধাকে উপেক্ষা করে তিনি গৌরিদেবী-কে নিয়ে চলে আসেন আতপুরের বস্তিতে। এই বস্তিতেই তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় অতিবাহিত হয়েছে, এখানেই তিনি তাঁর সাহিত্য রচনার যাবতীয় রসদ সংগ্রহ করেছেন।

নানান অভাব অনটনের মধ্যে দিয়ে তাদের দাম্পত্যজীবন শুরু হয়। সমরেশ বসু তখন পুরোপুরি বেকার তাই পেটের দুটো ভাতের জন্য তাকে শ্রমসাধ্য কাজও করতে হয়েছে। কখনও তিনি সবজির বোঝা মাথায় নিয়ে সবজি বিক্রি করেছেন আবার কখনও কখনও সাহেব বাবুদের কোয়ার্টারে কোয়ার্টারে ডিম ফেরি করে বেড়িয়েছেন। তিনি নিজেই বলেছেন—সপ্তাহে তিন-চার দিন আমাদের দুজনের খাওয়া জুটত না।[৫]

এরপর ১৯৪২ সালে তাঁর পরিচয় ঘটে কমিউনিস্ট নেতা সত্যপ্রসন্ন দাশগুপ্তের সঙ্গে। ১৯৪৪ সালে তিনি ও গৌরিদেবী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেন। সত্যপ্রসন্ন সমরেশকে চটকল এলাকায় কিছু কাজের দায়িত্ব দেন। সত্যপ্রসন্নের সংস্পর্শে আসার পরই তিনি কমিউনিস্ট ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হতে শুরু করেন। সত্যবাবু সমরেশকে নানাভাবে সাহায্য করতেন, তার জন্যই 'ইন্সপেক্টরেট অফ স্মল আর্মস'-এর ড্রয়িং অফিসে সমরেশ বসু চাকরি পান। ফলে অভাব যেমন কিছুটা কমে তেমনি রাজনীতির আঁচ গায়ে এসে লাগে। এরপর তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনে সরাসরি জড়িয়ে পড়েন এবং সাংস্কৃতিক ঘষামাজা ও অনুশীলনের দ্বারা প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে শুরু করেন। এইসময় সত্যমাস্টার এবং উদয়ন পাঠাগারের হাতের লেখা 'উদয়ন' পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় সমরেশ বসুর জীবন এক নতুন পথে বাঁক নেয়। এই উদয়ন সঙ্ঘের সদস্য হওয়ার অপরাধেই তাকে জেলে পর্যন্ত যেতে হয়।[৬] ১৯৪৯ এ কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হলে তিনি গ্রেফতার হন। পার্টিকে তিনি ভালোবাসতেন আর এই ভালোবাসাকে কোন অবস্থায় ক্ষুণ্ণ করতে না চাওয়ায় তিনি কারারুদ্ধ হন এবং ১৯৫১-তে তাঁর চাকরিও চলে যায়। এরপর নিজের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে সাহিত্য রচনায় নিজেকে নিয়োজিত করে। কারাগারে বসেই লিখতে শুরু করেন 'উত্তরঙ্গ', শুরু হয় এই মহান শিল্পীর মহৎ যাত্রা। বস্তুত তাঁর জীবন সংগ্রামের ভিন্ন আঙ্গিক ও অভিজ্ঞতা স্থান পেয়েছে তাঁর রচনাগুলির মধ্যে। একে একে সে বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

কারাবাসের সময়েই সমরেশ বসু তাঁর প্রথম উপন্যাস 'উত্তরঙ্গ' রচনা করেন। মূলত 'উত্তরঙ্গ' ছিল ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস। প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক সনৎ বসু উত্তরঙ্গ সম্পর্কে বলেছিলেন 'ইতিহাসকে সমরেশ বাবু যথার্থভাবেই রূপায়িত করেছেন, কারণতৎকালীন যুগে বাস্তব ঘটনাকে বাদ দিয়ে ইতিহাসের আলোচনা করা ঐতিহাসিক বস্তুবাদিতার নিদর্শন দেয় না।'[৭] 'উত্তরঙ্গ' প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সালে। বস্তুত এই উপন্যাসকে তাঁর চটকল শ্রমিক কেন্দ্রিক উপন্যাসগুলির গৌরচন্দ্রিকা বা পটভূমিকা বলা যেতে পারে। বাংলায় যন্ত্রশিল্পের আগমন ও প্রসার চিরাচরিত গ্রাম্য অর্থনীতির সংঘাত, সংঘাতের তীব্রতা ও পরিশেষে গ্রাম্য অর্থনীতির পরাজয় ও ভাঙন উত্তরঙ্গের মূল বিষয়বস্তু। উপন্যাসের সময়পর্ব ১৮৫৭ থেকে ১৮৮০ এর দশক। উপন্যাসের মূল পটচিত্র ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলকে কেন্দ্র করে। উপন্যাসের নায়ক লখাই, ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহের পরাজিত সিপাহিবাহিনীর ছিটকে যাওয়া সেনানী হীরালাল। বস্তুত 'উত্তরঙ্গ' একটি যুগসন্ধিক্ষণের চিত্র তুলে ধরে। ইংরেজ আগমন বাংলার গ্রামীণ সমাজজীবনে আমূল পরিবর্তন সাধন করে। বাংলায়

যন্ত্রসভ্যতার আগমন গ্রামসমাজের পরম্পরাগত সভ্যতা সংস্কৃতিকে আঘাত হেনেছিল। লখাইয়ের চোখের সামনে বাংলার গ্রামবদ্ধ সমাজের পটপরিবর্তন হয় যখন কোম্পানি নিয়ে এসে রেলগাড়ি। রেলগাড়ির আগমন বাংলার উৎপাদিত ফসল দেশের বাইরে নিয়ে যেতে যেমন ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করল তেমনি বিদেশী উৎপাদিত দ্রব্য বাংলার বাজার দখল করতে শুরু করল। গ্রামের হস্তশিল্পীরা প্রায় দিশাহারা হল। এই রকম সময় বাংলায় গড়ে উঠতে থাকল একের পর এক চটকল।[৮]

এপ্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে উপন্যাসটি হঠাৎই লেখা হয়ে যায়নি। আতপুরের বস্তি অঞ্চলে দীর্ঘদিন জীবনযাপন, শ্রমিকদের জীবনজীবিকা তাকে তাদের উদ্ভবের সেই আদিকাল সম্পর্কে ভাবতে বাধ্য করে। তিনি নিজেই বলেছেন 'নব্বই বছরের বৃদ্ধ এক চটকলকর্মী, যিনি মিস্তিরি ছিলেন এবং জগদ্দল অঞ্চলের কারখানাগুলিকে জন্মাতে দেখেছেন, সেই স্বর্গীয় নবকুমার ঘোষের কাছ থেকে গল্পে গল্পে যা সংগ্রহ হয়েছিল, 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাস তারই ভিত্তিতে লেখা হয়।[৯]

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থ বলেছেন 'উত্তরঙ্গে যে কাহিনীর সূত্রপাত তাকে সেখানেই ছেড়ে দিতে সমরেশের মন সায় দেয়নি। ইতিহাস সেখানে শেষ হয়নি। বনিক ইংরাজের পুঁজি শিল্পবিপ্লবের দৌলতে ভারতীয় কাঁচামাল ও সস্তা শ্রমের সহযোগে গঙ্গার দুধারে তখন গ্রামীণ পালার অবসান ঘটাতে ব্যস্ত। সে কাহিনী লিখতে সমরেশ বাধ্য।'[১০] উত্তরঙ্গের রেশ ধরেই ১৯৮২ সালে 'জগদ্দল' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। জগদ্দলের গল্পের পরিধি ও গভীরতা ছিল বিস্তৃত ও ব্যাপক। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ শাসনের দৃঢ় ভিত্তি স্বরূপ জগদ্দল জুড়ে বিশাল বিশাল চিমনি মুখ তুলে দাঁড়িয়েছিল, অজস্র নতুন সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভবের কাহিনী স্থান পেয়েছে জগদ্দল উপন্যাসে। যন্ত্রশিল্পের ব্যাপক প্রসার, সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধে আবদ্ধ গ্রামীণ মানুষের কাছে অপেক্ষাকৃত স্বাধীন, স্বচ্ছল ও সুখী জীবনের হাতছানি দিয়েছিল। এক নতুন সমাজের গোড়াপত্তন লক্ষ্য করা যায় এই উপন্যাসে, যেখানে শুধু বাংলার মানুষ নয়, দূর দূরান্ত থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ ভিড় করতে শুরু করে। চটকে কেন্দ্র করে সাহেবদের মধ্যে মুনাফার ব্যাপক উৎসাহের এক জীবন্ত চিত্র এঁকেছেন এই উপন্যাসে।[১১]

জগদ্দল উপন্যাসের ভূমিকায় সমরেশ বলেছিলেন 'ভারতের আধুনিক শিল্পের মধ্যে চটকল সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বললে অত্যুক্তি হয় না। এখানে চটকল নিমিত্তমাত্র। তাকে কেন্দ্র করে অনেক মানুষের কথা, সমাজের কথা বলাই উদ্দেশ্য। সে মানুষ নিরন্তন গতিশীল। পরিবর্তনের ধারায় নানান পরিবর্তন অর্থনৈতিক রাজনৈতিক এবং সব শেষে মানুষেরই দিকচিহ্ন চেনার চেষ্টা।[১২] বস্তুত কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে এসেই সমরেশ বসু ক্রমশ শ্রমিক সাহিত্য রচনায় উদ্বুদ্ধ হয় যার প্রতিফলন জগদ্দলে লক্ষ্য করা যায়। কমিউনিস্ট পার্টির ঋণের কথা স্বীকার করে পরবর্তীতে সমরেশ বসু নিজেই বলেন— 'কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসার পরেই আমার চারপাশের জগৎ ও মানুষ সম্পর্কে দৃষ্টি সজাগ হয়। আমার অভিজ্ঞতার প্রসার ঘটে'।[১৩] এপ্রসঙ্গে নবকুমার বসু রচিত তাঁর পিতার জীবনীমূলক উপন্যাস চিরসখার উল্লেখ করা যায়। যেখানে বিভাস (সমরেশ বসু) বলেন অপু (গৌরি বসু) এই মার্ক্সীয় তত্ত্বজ্ঞানের চেয়ে পার্টি করতে গিয়ে যেসব শ্রেণীর লোকজনদের সঙ্গে ওঠাবসা করতে হয় আর মানুষকে যেভাবে দেখা আর চেনা যায় আমার লাভ সেটাই। আমার মনে হয়, কম্যুনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে এসে পর্যন্ত আমার চারপাশের জগৎ আর মানুষ সম্পর্কে আমার দৃষ্টি সজাগ হয়েছে। দুঃখী মানুষদের সম্পর্কে আমার যেন এক আত্মিক চেতনা গড়ে উঠেছে।[১৪]

তাঁর সেই চেতনাই প্রতিফলিত হয়েছে জগদ্দল ও অন্যান্য উপন্যাসে।

উত্তরঙ্গ ও জগদ্দলে প্রাক স্বাধীনতা পর্বের চটকল ও সমাজজীবনের ক্রমবিবর্তনের কাহিনী স্থান পেয়েছে, স্বাধীনতা উত্তর প্রথম এক দশক চটকল শ্রমজীবীদের জীবন চিত্রিত হয়েছে বিটি রোডের ধারে নামক অপর এক উপন্যাসে। উপন্যাসটি রচিত হয় ১৯৫২ সালে। বি টি রোডের ধারে নয়া সড়কের পাশ ঘেঁষে গড়ে ওঠা সারি সারি বস্তি ও সেই বস্তিতে ভিন্ন জায়গা থেকে আসা, ভিন্ন জাতের বহু ভাষাভাষী রকমারি পেশার মানুষ আশ্রয় নিয়েছে। তারা কেউ চটকলে কাজ করে, কেউ অন্য কোনও মিলে আবার কেউ ম্যাজিকওয়ালা বা ভবঘুরে। এই উপন্যাসের কেন্দ্র মিল বা মিলকেন্দ্রিক শ্রেণী সংগ্রাম নয়, বরং বস্তি জীবন ও সেই জীবনের শেষ আশ্রয় স্থল অর্থাৎ বস্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে বস্তিবাসীর সম্মিলিত সংঘর্ষই প্রাধান্য পেয়েছে। বস্তির যে চিত্র সমরেশ বসু আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন তা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। উপন্যাসের প্রধান নায়ক গোবিন্দের ভাষায়, বাইরে এসে ও দেখল সব ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। হঠাৎ এত ধোঁয়া এল কোথেকে? সে ভালো করে তাকিয়ে দেখল, ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন সমস্ত ঘরগুলো থেকেই প্রায় ধোঁয়া বেরুচ্ছে, উনুনে আগুন দিয়েছে সব। আকাশটা পর্যন্ত দেখা যায় না। হাওয়া নেই। চারদিকে কেবল ধোঁয়া, ধোঁয়ার গায়ে যেন আঠা মেখে দিয়েছে, তার নড়বার উপায় নেই। সমস্ত জগৎটা যেন ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে। মনে হয় যেন জমাট কুয়াশায় ঠাসা চারদিক। ছেলেবেলায় একবার গোবিন্দ শুনেছিল, নরক নাকি ধোঁয়ায় ভরা। এটা যেন সেই নরক।[১৫] উপন্যাসে বস্তির যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা অনেকটাই সমরেশ বসুর আতপুরে সেই পুরাতন বস্তিরই প্রতিচ্ছবি বলা চলে। সমরেশ বসুর পুত্র নবকুমার বসুর লিখিত বাবার জীবনীমূলক উপন্যাসে ঠিক এই ছবিই পাওয়া যায় যেখানে বলা হয় জগদ্দলের রজনী টকি বাসস্টপে নামলেন ব্রজগোপাল। সরু ঘিঞ্জি রাস্তা। ব্যাঙের ছাতার মতন বিটি রোডের ধারে গজিয়েছে ঘর আর দোকান। চা পান বিড়ি সিগ্রেট, তাঁর মধ্যেই কিছু মনিহারি, জুতোচটি কিংবা বাসনের দোকান। সস্তার হোটেল। দুপুরবেলাতেও কলের গান বাজছে কয়েকটা দোকানে। ফুটপাথ বলে কিছু নেই। সারিসারি বস্তির ঘর উঠেছে দু'ধারে। নেহাতই সরু গলি, আলো ঢোকে না নিচু নিচু খোলার চালের ঘরের জন্য জল নিকাশি ব্যবস্থা নেই, তাই স্নান এবং প্রাতঃকৃত্যের আয়োজনও ঐ গলি রাস্তার ওপরে। ভেজা রাস্তায় নোংরা জমা জল। শান বাঁধানো কলের পাড়ে প্রায় উদোম হয়ে চান করছিল একটা লোক।[১৬] উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু বস্তি উচ্ছেদকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হলেও, সমগ্র উপন্যাসের ভিন্ন চরিত্র কাল্পনিক নয় বরং সমরেশ বসুর প্রারম্ভিক জীবনে আতপুরের বস্তি অঞ্চলে পরিচিত শ্রমজীবীরাই বি টি রোডের ধারে উপন্যাসের চরিত্র গঠনে মূল ভূমিকা পালন করেছে।

সমগ্র চল্লিশের দশককে সমরেশ বসুর আত্ম অনুসন্ধানের সময়পর্ব বলে চিহ্নিত করা যায়। কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সংযোগ, ট্রেড ইউনিয়ন তথা শ্রমজীবীদের মধ্যে কাজের সূত্রে নতুন করে সমাজকে চেনা জানার কাজে সে নিজেকে নিয়োজিত রাখে। যার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় সত্তরের দশকে রচিত তাঁর প্রখ্যাত রাজনীতিকেন্দ্রিক উপন্যাস 'যুগ যুগ জীয়ে'। অজস্র মানুষ ও ঘটনা নিয়ে রচিত আত্মজীবনীমূলক এই উপন্যাসটিতে চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের রাজনৈতিক আবহাওয়া, বিশেষত বামপন্থী রাজনীতির চিত্র চিত্রিত হয়েছে। তিনি নিজে স্বীকার করেছেন আমি 'যুগ যুগ জীয়ে' উপন্যাসে অনেক কথাই বলতে চেয়েছি, সম্পূর্ণভাবে না হলেও, ওটি অনেকটাই আত্মজৈবনিক উপন্যাস।[১৭]

উপন্যাসের নায়ক ত্রিদিবেশের জীবন কাহিনীর সাথে ক্রমে উপন্যাসের রাজনৈতিক পরিবেশ মিলে মিশে গেছে। ত্রিদিবেশ-শিউলির প্রণয়, ঘরবাঁধা, সন্তানের জন্ম, দাম্পত্য অভিমান, ভুল বোঝাবুঝি প্রভৃতি খুঁটিনাটি বিবরণ ক্রমে একটি পরিণতির দিকে ধাবিত হয়। ত্রিদিবেশ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করে। ১৯৪৮-৪৯ পার্টি বেআইনি ঘোষিত হলে প্রতিরোধের ডাক দেওয়া হয় এবং পার্টিতে অহীন মুখার্জীর মত হৃদয়হীন, ক্ষমতালোভী গুণ্ডা ক্রমে নেতা হয়ে ওঠে এবং সংকীর্ণ স্বার্থান্বেষণে পার্টির ক্ষমতাকে কাজে লাগায়। এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করে ত্রিদিবেশ।[১৮] কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের মধ্যে এই স্বার্থপর বিচ্যুতির বাস্তবচিত্র সমরেশ বসু ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর অপর এক উপন্যাস 'মানুষ' এ।[১৯]

কাহিনীর প্রেক্ষাপট মূলত ১৯৫২ সালের নভেম্বর মাসের পাশাপাশি যখন কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে একদল স্বার্থান্বেষী, কমিউনিস্ট আদর্শবিরোধী কিছু মানুষ কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষে উঠে আসে। এরা শ্রমিক কৃষকদের দৈনন্দিন অভাব অভিযোগ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল না, শুধু মার্ক্সবাদের কিছু প্রথাগত শব্দ আওড়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে উদ্যত ছিল। ধীরেশ এমনই একজন নেতা, যে শ্রমজীবীদের মধ্যে জনপ্রিয় স্থানীয় নেতা ধ্রুবকে হিংসে করে কারণ পার্টি ধীরেশকে সংগঠন চালানোর দায়িত্ব দিলেও, স্থানীয় স্তরে সকল শ্রমিক ধ্রুবের কথাই মেনে চলে। ধীরেশ তাঁর একচ্ছত্র প্রভাব কায়েম করার স্বার্থে ধ্রুব এর মত জনপ্রিয় শ্রমিক নেতাকেও প্রানে মারতে দ্বিধা করে না। কাহিনীর পরিণতি ঘটছে উপন্যাসের অন্যতম নায়ক সুজিতের ধীরেশকে অপহরণ, তাঁর মুখ থেকে সমগ্র বিষয়ের স্বীকারোক্তি গ্রহণ ও তাঁর প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে দিয়ে।[২০] বস্তুত সমরেশ বসুর লেখা এই উপন্যাসও তাঁর আত্মজীবনেরই একটি অংশ। পঞ্চাশের দশক থেকেই পার্টির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার ছেদ পড়তে শুরু করে। মূলত সত্যপ্রসন্নের হাত ধরেই সে পার্টিতে এসেছিল[২১] কিন্তু হঠাৎ একদিন সত্যপ্রসন্ন দাশগুপ্তের বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যু ঘটে। তিনি মনে করেছিলেন এটা কমিউনিস্ট পার্টির অন্তঃকারসাজি এবং এই ঘটনায় পার্টির অন্যান্য নেতাদের প্রতি তিনি ঘৃণায় ফেটে পড়েন।২২ এই ঘটনাই পরবর্তী কালে তাঁর অন্যতম সাহিত্য 'যুগ যুগ জীয়ে' ও 'মানুষ' এর মত উপন্যাসগুলিতে প্রধান উপাদান হয়ে দাঁড়ায়।

সমরেশ বসুর অপর এক উপন্যাস 'শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে' শ্রমরাজনীতির এক ভিন্ন চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। এটিকেও একটি রূপকধর্মী উপন্যাস বলা চলে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র লোহাকাটা মজুর নাওয়াল আগারিয়া, যে পার্লামেন্টে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়ে ওঠে। নাওয়ালের মজুরজীবন, ভারতীয় লোকসভার সদস্য হিসাবে তার জীবন এবং তাঁর পতনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের পার্লামেন্টীয় রাজনীতির চিত্রপটে, সাম্যবাদী দলের সাংগঠনিক চরিত্র ও নীতিগত পন্থাগুলি আলোচিত হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টির অনুপ্রেরণায় নাওয়াল ও তার সঙ্গীরা সংবদ্ধ হয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়, জন্ম হয় লড়াকু নেতা নাওয়ালের। ক্রমে পার্টি তাকে সদস্যপদ দিয়ে পার্লামেঃেট পাঠায়। আইনসভার সদস্যপদ তার হাতে এক নতুন শৃঙ্খল পরিয়ে দেয়। পার্টির নীতিনিয়ম ও পার্লামেন্টীয় রাজনীতির ভোটচক্রের আবর্তনের মধ্যে শৃঙ্খলিত হয়ে গিয়েছিল নাওয়ালের সংগ্রামী চরিত্র। নিজের শ্রেণী পরিচয় ভুলে গিয়েছিল নাওয়াল এবং ক্রমে তার শ্রেণীর লোক তাকে ত্যাগ করেছিল। নিজের রাজনৈতিক জীবনের পিছন দিকে ফিরে দেখে সে নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করতে লাগল। সে নিজেকে ব্যক্তিগতভাবে ধিক্কার দিয়ে বুঝতে চাইল, তার 'চার পুরুষের মজুর হাতে শিকল পড়া লোকটার প্রাণে সে (ক্ষমতার) নেশা কারা জাগিয়েছিল।'[২৩]

উক্ত উপন্যাসে লোহাকাটা শ্রমিকের ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা চিত্রিত হলেও, চটকল শ্রমরাজনীতির জীবন্ত সমস্যাগুলি এই রূপকধর্মী উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে। স্বাধীনতা উত্তরপর্বে মহম্মদ ইস্মাইল, সীতারাম গুপ্ত, মহম্মদ আমীন এর মত একাধিক চটকল শ্রমিক নেতারূপে পার্লামেন্ট তথা রাজ্য বিধানসভার সদস্য হন। এই শ্রমজীবী নেতাদের বিক্ষিপ্ত চিত্রই 'শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে' উপন্যাসে ফুটে উঠেছে।

সমরেশ বসুর অপর এক উপন্যাস 'ছিন্নবাধা' আদতে তাঁরই জীবনের রূপকধর্মী উপন্যাস বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। উপন্যাসের মূল চরিত্র অভয়, সে একজন গায়ক এবং চটকল শ্রমিক। শ্রমিক আঃেদালনের জন্য সে গান বাঁধে, মজুর আন্দোলনকে সে সমর্থন করে, কিন্তু তাঁর প্রকৃত কাজের ক্ষেত্র, সংগ্রামের ক্ষেত্র তাঁর গান। কোন রাজনৈতিক তত্ত্ব নয় বরং মাটি ও মানুষের সঙ্গে ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের সুরে ভরে ওঠে তাঁর কণ্ঠ। ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা তাকে পলায়নবাদী বলে মনে করে, কিন্তু সে সংগ্রাম ছেড়ে পালাতে চায় না। তবু শিল্প ও মানুষ তাঁর কাছে সর্বাগ্রে গণ্য, দলীয় কোনও তত্ত্বনীতির কোনও বন্ধন সে স্বীকার করতে চায় না। জেল থেকে বেড়িয়ে গান নিয়েই মেতে ওঠে সে, গানই হয়ে ওঠে তাঁর জীবন ও জীবিকা।[২৪]

সমরেশ বসুও জেল থেকে মুক্তির পর তাঁর সম্পূর্ণ জীবন সাহিত্যকর্মে নিয়োজিত করে। কিন্তু তাঁর বাস্তবজীবন কেন্দ্রিক সাহিত্য ভাবনার সাথে চিরাচরিত কমিউনিস্ট পার্টির ইউটোপিয়ান ভাবনার সংঘাত অনিবার্য হয়ে পরে। পার্টিতে তাঁর সাহিত্যকর্ম সমালোচিত হতে শুরু করে। নবকুমার বসুর উপন্যাস চিরসখায় বিভাস স্পষ্ট জানায় আমাদের পার্টি গরীব মানুষের পার্টি ঠিকই, কিন্তু আমাদের নেতারা মানুষ হিসাবে তাদের ভাববার আগে, রাজনীতির ছকে তাদের ভাববার চেষ্টা করছে। কিন্তু মানুষকে কি কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পুরোপুরি বিচার করা যায়! আগে তো মানুষটা, তারপর তো তাদের ওপর রাজনীতির প্রভাব যার উদ্দেশ্য হচ্ছে ডেভেলাপমেন্ট। আমি জানি, হয়তো আমি খুব সরলভাবে ব্যাপারটা ভাবছি। তা হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেকের কথাবার্তা আমার কেমন খটকা লাগে, তাঁরা যেন রাজনীতিকে মানুষের আগে ভাবেন।[২৫] সমরেশ বসু নিজে বলেছেন একজন রাজনৈতিক কর্মী হওয়ার থেকেও, একজন লেখক হওয়াই আমার ভবিষ্যৎ এবং তা পার্টির সীমাবদ্ধ নীতির দ্বারা পরিচালিত হতে পারে না। সমস্ত তত্ত্ব বাদ দিয়ে একান্তভাবে মানুষের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে দেশ ও কালকে সম্যক জেনে, মানবিকতাই হবে মূল তত্ত্ব।[২৬] সুতরাং উপন্যাসের সুর ভিন্ন হলেও আদতে তাঁরই জীবনের একটি খণ্ডাংশ এই উপন্যাসের উপজীব্যে পরিণত হয়েছে।

সমরেশ বসুর অপর এক উপন্যাস 'পদক্ষেপ' চটকল শ্রমিকদের পারিবারিক জীবনের চিত্র তুলে ধরে। একদিকে আধুনিক শ্রমিক সমাজে বা পরিবারে নারীর স্থান, স্বামীস্ত্রীর সম্পর্ক সম্বন্ধীয় মূল্যবোধ, স্বল্পপরিসরে তাৎপর্যপূর্ণভাবে উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে। অন্যদিকে চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকের রাজনৈতিক পরিবেশ বিশেষত বামপন্থী রাজনীতি ও শ্রমিক আন্দোলনের ভিন্ন দিক এই উপন্যাসের মূল আলোচ্য বিষয়। 'পদক্ষেপ' এর ভূমিকায় সমরেশ বসু বলেছিলেন সাহিত্য, রাজনীতি কিছুই জীবনের উর্ধ্বে নয়। জীবনান্বেষণই এই উপন্যাসের লক্ষ্য।[২৭] এদেশের শ্রমিকদের পারিবারিক জীবনকে গ্রামীণ সমাজজীবনের প্রথাগত আদর্শ নিয়ন্ত্রণ করে যা অর্থনৈতিক ভিত্তিক পরিবর্তনকে অগ্রাহ্য করতে চায়। বস্তুত স্বাধীনতা উত্তর প্রথম দুই দশক শ্রমজীবীদের মধ্যে প্রাক্-স্বাধীনতার যাবতীয় চরিত্র কমবেশি বজায় ছিল। শ্রমিকদের দ্বৈতসত্ত্বা (অর্ধকৃষক-অর্ধশ্রমিক) ছিল

প্রখর যা 'পদক্ষেপ' উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে। সমরেশ বসু চটকল সমাজজীবনের এই চরিত্রকে খুব কাছ থেকে উপলব্ধি করেছিলেন যা তাঁর কলমে সাহিত্যিক রূপ ধারণ করেছে।

বস্তুত সমরেশ বসুর সামগ্রিক জীবনই প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর চটকলকেন্দ্রিক উপন্যাস সমূহে। সমগ্র চল্লিশের দশক জুড়ে সমরেশ বসু প্রত্যক্ষ করেছিলেন সমাজের ভিন্ন রূপ, ব্যক্তির জীবন সমস্যা, সমাজের সাথে তার সংঘর্ষ, রাজনৈতিক টানাপোড়েন ও ব্যক্তিত্বের সাথে রাজনীতির সংঘাত যা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর সাহিত্যে। সংক্ষেপে বলা যায় 'উত্তরঙ্গ' ছিল চটকলকেন্দ্রিক উপন্যাস সমূহের ভূমিকা। বাংলায় যন্ত্রশিল্পের আগমন ও প্রসার চিরাচরিত গ্রাম্য অর্থনীতির সাথে সংঘাত, সংঘাতের তীব্রতা ও পরিশেষে গ্রাম্য অর্থনীতির পরাজয় ও ভাঙ্গন এই উপন্যাসের উপজীব্য। উত্তরঙ্গ যেখানে শেষ হয়েছে, 'জগদ্দল' সেখান থেকেই শুরু হয়েছে। চটকলকে কেন্দ্র করে বাংলার সমাজজীবনে ব্যাপক পরিবর্তনের চিত্র ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসে। 'বিটি রোডের ধারে' উপন্যাসে সদ্য গড়ে ওঠা চটকল বস্তিগুলিতে শ্রমিকদের রকমারি জীবন ও সংগ্রাম স্থান পেয়েছে। 'যুগ যুগ জীয়ে' উপন্যাসটিতে চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের বামপন্থী রাজনীতির ঘটনাবহুল চিত্র স্থান পেয়েছে। 'যুগ যুগ জীয়ে' উপন্যাসের পরিসমাপ্তির রেস ধরেই, ১৯৫২ সালে কমিউনিস্ট পার্টি আভ্যন্তরীণ অন্তঃকলহকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট ক্ষমতার লড়াই ও অন্তঃকলহের এক জীবন্ত চিত্র এঁকেছেন 'মানুষ' গল্পগ্রন্থে। 'শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে' উপন্যাসে লোহাকাটা শ্রমিকের অভিজ্ঞতা চিত্রিত হয়েছে, যেখানে নওয়াল নামক শ্রমিক কিভাবে একজন সংগ্রামী নেতা থেকে পার্টির নিয়মতান্ত্রিকতার বেড়াজালে শৃঙ্খলিত হয়ে পরে। 'ছিন্নবাধা' উপন্যাসে নায়ক অভয়ের গানে মধ্য দিয়েই শ্রমিক আন্দোলনের সুর বাঁধার তীব্র আকুতি ফুটে ওঠে। অন্যদিকে তাঁর 'পদক্ষেপ' উপন্যাসে চটকল শ্রমিকদের দ্বৈত চরিত্রের প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত আলচ্য উপন্যাসগুলিতে সমরেশ বসুর সামগ্রিক জীবন প্রতিফলিত হয়েছে। ব্যক্তি মাত্র অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বা রাজনৈতিক আনুগত্য নয় বরং তার সংস্কার, বিশ্বাস, সামাজিক-নৈতিক মূল্যবোধ, আচার অভ্যাস সম্মিলিত এক পূর্ণাঙ্গ মানুষের চিত্র স্থান পেয়েছে তাঁর রচিত উপন্যাসগুলিতে। সুতরাং পরিশেষে বলা যেতেই পারে চটকল কেন্দ্রিক সাহিত্যগুলি ছিল আদতে সমরেশ বসুরই আত্মজৈবনিক সাহিত্য।

তথ্যসূত্র

১. B. Forey, Report on Labour in Bengal, Calcutta, 1906.
২. নির্বাণ বসু, সাম্প্রদায়িকতা ও বাংলার শিল্পশ্রমিক আন্দোলন, নির্বাণ বসু সম্পাদিত অনুসন্ধানে শ্রমিক ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, সেতু প্রকাশনী, কলকাতা পৃষ্ঠা-৫৬।
৩. নীহারকুমার পালচৌধুরী, চটকল, গুপ্ত ফ্রেন্ডস এন্ড কোং, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, ১৫ ফাল্গুন, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ।
৪. ধনঞ্জয় দাশ, মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক প্রসঙ্গ, ১ম খণ্ড, ২য় মুদ্রণ, নভেম্বর ১৯৭৯।
৫. http:success-bangla.blogspot.com201803samaresh-basu.html?m1, accessed on-27022020.
৬. আই. বি. রিপোর্ট, ক্রমিক নং-৩৩৮, ৩৩৮১, ৩৪৭, নথি নং- ১১২৬৭-৪৯, বিষয়-সমরেশ বসু।
৭. সনৎ বসু, 'উত্তরঙ্গ উপন্যাসের সমালোচনা প্রসঙ্গে', নতুন সাহিত্য, আষাঢ়, ১৩৫৯।

৮. উত্তরঙ্গ, প্রথম প্রকাশ, অগ্রাহয়ণ ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ, রবীন্দ্র লাইব্রেরী।
৯. সমরেশ বসু, ভূমিকা, জগদ্দল, বিশ্ববাণী, ১৩৮৪।
১০. সরোজ বংদ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, সমরেশ বসু রচনাবলী, মুখবন্ধ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।
১১. সমরেশ বসু, জগদ্দল, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৭, প্রথম মুদ্রণ, বৈশাখ ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, বিশ্ববাণী প্রকাশনী।
১২. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, সমরেশ বসু রচনাবলী, মুখবন্ধ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।
১৩. http:success-bangla.blogspot.com201803samaresh-basu.html?m1, accessed on-27022023.
১৪. নবকুমার বসু, চিরসখা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১০৩।
১৫. সমরেশ বসু, বি.টি. রোডের ধারে, প্রথম প্রকাশ ১৯৫২, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা ৩২।
১৬. নবকুমার বসু, চিরসখা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩০।
১৭. সমরেশ বসু : রাজনীতি, নারী, সংসার, গান্ধীবাদ, সূর্য ঘোষ ও অরূপ দে, আজকাল, রবিবাসর, ৬ অক্টোবর, ১৯৮৫।
১৮. সমরেশ বসু, যুগ যুগ জীয়ে, প্রথম সংস্করণ বৈশাখ ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, আনন্দ পাবলিশার্স।
১৯. কৃষ্ণা হোতা (পাল), সমরেশ বসুর উপন্যাস, মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৪৪-২৪৫।
২০. সমরেশ বসু, মানুষ, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, সমরেশ বসু রচনাবলী, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৫৪৫-৫৭৪।
২১. প্রসঙ্গ ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি (অখণ্ড) ও আমি, দেশ, ২২ নভেম্বর, ১৯৮৬।
২২. http:success-bangla.blogspot.com201803samaresh-basu.html?m1, accessed on-27022023.
২৩. সমরেশ বসু, শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে, প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৪, কলকাতা পৃষ্ঠা ৬৮।
২৪. সমরেশ বসু, ছিন্নবাধা, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, কলকাতা।
২৫. নবকুমার বসু, চিরসখা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৭৯।
২৬. সমরেশ বসু, প্রসঙ্গ ভারতীয় কম্যুনিস্ট (অখণ্ড) পার্টি ও আমি, দেশ, ২২ নভেম্বর, ১৯৮৬।
২৭. সমরেশ বসু, পদক্ষেপ, প্রথম সং, আষাঢ় ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ, 'বিংশ শতাব্দী' পত্রিকা।